‘সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ (খসড়া)’ এর উপর বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর মতামত

সারমর্ম :

- ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ওয়েবসাইটে উত্থাপিত ‘সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ (খসড়া)’ পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট এই সুপারিশসমূহ তৈরি করেছে।
- ব্লাস্ট ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন বাতিল করার সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানায়, এবং বিশ্বাস করে যে, আইনটি কার্যকর থাকা অবস্থায় এর ব্যবহার নিয়ে ব্যাপকভাবে উত্থাপিত উদ্বেগগুলিকে মোকাবেলা করার জন্য এটি নতুন আইন প্রবর্তন করা প্রয়োজনীয়।
- 'সাইবার সেফটি অ্যাক্ট' (সিএসএ) এর মাধ্যমে কতিপয় অপরাধের জন্য প্রদত্ত সাজার পরিমাণ কমানো, কিছু অপরাধকে জামিনযোগ্য হিসেবে বর্ণনা করা এবং মানহানির অপরাধের শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ডকে বাতিল করার বিষয়সমূহকে স্বাগত জানায় ব্লাস্ট।
- তবে প্রস্তাবিত আইনে উল্লেখিত কিছু ধারা নিয়ে ব্লাস্ট উদ্বিগ্ন। ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনে সংবিধিবদ্ধ কিছু অপরাধের সংজ্ঞা এবং প্রযোজ্য মামলার কার্যবিধি অনেক ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়ে গেছে প্রস্তাবিত সাইবার সেফটি অ্যাক্ট এ। যার কারণে এটি কার্যকরভাবে সাইবার অপরাধের শিকার, যেমন নারী, শিশু বা প্রান্তিক সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো আইনী সুরক্ষা নিশ্চিত করে না, বা অপরাধ করার জন্য গ্রেপ্তার বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য পর্যাপ্ত সুরক্ষা প্রদান করে না। এছাড়াও প্রস্তাবিত খসড়া আইনের মূল উদ্বেগসমূহ সুবিবেচনার জন্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

মূল উদ্বেগসমূহ:

১। ***খসড়া আইনের কতিপয় বিধান তার ঘোষিত অভিপ্রায় এবং প্রস্তাবনার পরিপন্থী;***

খসড়া আইনের বেশ কিছু ধারায় (ধারা ৮, ২১, ২৫, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৪৩, এবং ৫৩) বাক-স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের সীমাবদ্ধতার বিধান রাখা হয়েছে, যা প্রস্তাবনাতে বর্ণিত আইন প্রণয়নের অভিপ্রায়ের বিপরীত। প্রস্তাবনায় বর্ণিত আছে যে, সকলের সাইবার নিরাপত্তা এবং ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধের সনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, সংযম এবং বিচার নিশ্চিত করার জন্য এই আইন প্রণীত হচ্ছে কিন্তু উল্লিখিত বিধানগুলির অস্পষ্টতা এবং অতি-বিস্তৃত প্রকৃতি, মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের উপর একটি অযৌক্তিক প্রতিবন্ধকতা হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে।

খসড়া আইনের কিছু ধারা অস্পষ্ট এবং অতিরিক্ত বিস্তৃত;

নির্দিষ্ট কিছু ধারায় বর্ণিত বিধানাবলী (উদাহরণস্বরূপ, ধারা ২১ এবং ২৮) ব্যাপক এবং অস্পষ্ট, উদাহরণস্বরূপ:

ধারা ২১ অনুসারে, যেকোন বক্তৃতাকে অপরাধী করে তোলে যা "প্রোপাগান্ডা বা ক্যাম্পেইন" হিসাবে বিবেচিত হয়। এই শব্দগুলি অস্পষ্ট এবং অতি বিস্তৃত। "প্রোপাগান্ডা বা ক্যাম্পেইন" শব্দগুলো অস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থবোধক।

ধারা ২৮ মতে, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত বা উস্কানি দিতে পারে এমন কোনো প্রকাশনাকে অপরাধী করে। যেহেতু এই শব্দগুলি অত্যন্ত বিষয়ভিত্তিক, সংশয় থাকে যে, কোন প্রকার সংজ্ঞার অনুপস্থিতিতে এই ধারাগুলো সংখ্যালঘুদের অধিকার খর্ব করার জন্য নির্বিচারে ব্যবহৃত হতে পারে।

এই আইনের অধীনে মানহানি এবং অনুরূপ প্রকাশনা অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করার মাধ্যমে এটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে। এই ধারার কোনো ব্যতিক্রম না থাকাতে এটি নির্বিচারে প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে, যা সংবিধানের অধীনে নিশ্চিত করা সুরক্ষার পরিপন্থী। এই ধারা নারীদের বিশেষ করে যারা হয়রানির জন্য অনলাইনে আইনী সহায়তা প্রদানকৃত গোষ্ঠীর আশ্রয় নিতে চায় এবং নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে এই সকল তথ্য ইচ্ছাকৃত প্রকাশ করে, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক মামলা দায়ের হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

২। নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সাইবার অপরাধ বাতিল করা:

খসড়া আইনটির লক্ষ্য সাইবার নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ করা এবং ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ সনাক্ত করা, প্রতিরোধ করা এবং বিচার করা; তবে এ আইনটিতে নারী, শিশু এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরদ্ধে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সাইবার অপরাধ কে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। এটি শিশুর প্রতি যৌন নির্যাতনের উপর তৈরীকৃত উপাত্ত সৃষ্টি, দখল বা প্রচারকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে না। এটি 'প্রতিশোধ পর্নোগ্রাফি', বা নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ বা হামলার হুমকির বিদ্বেষপূর্ণ প্রকাশনা বা প্রচারকেও উপেক্ষা করে।

৩। শিশু আইন এবং খসড়া সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ এর মধ্যে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান

শিশু আইন শুধু শিশুদের জন্য প্রণীত বলে তা যেকোনো আইনের ওপরে প্রাধান্য পাবে। কিন্তু প্রস্তাবিত আইনের ধারা ৩ উল্লেখ করে যে, এই আইনটি অন্য আইনের উপর প্রাধান্য পাবে, যা একটি সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব তৈরি করবে। কোনো শিশু এই আইনের সাথে সংঘাতে জড়ালে তার বিচারের সব ক্ষেত্রেই শিশু আইনের প্রাধান্যতাকে নিশ্চিত করতে হবে।

৪। অনানুপাতিক শাস্তিসমূহ:

যদিও খসড়া আইনে কতিপয় অপরাধের জন্য প্রযোজ্য সর্বোচ্চ সাজা কমানো হয়েছে, প্রদত্ত কারাদণ্ডের শাস্তির পরিসর এখনও মত প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধের জন্য তুলনামূলকভাবে বেশি। তদ্ব্যতীত, এই অপরাধগুলির জন্য জরিমানাও অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বেশি (ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধের তুলনায়, যেমন, গুরুতর আঘাত, যা শাস্তিমূলক আইনের অধীনে এত ভারী জরিমানা বহন করে না)।

৫। কন্টেন্ট অপসারণ বা ব্লক করা/ ইন্টারনেট শাটডাউন:

খসড়া আইনের ধারা ৮ এ মহাপরিচালককে খুব ব্যাপকভাবে এবং বিষয়গত ভিত্তিতে অনলাইন সামগ্রী অপসারণ বা ব্লক করার ক্ষমতা প্রদান করে। এটি সার্বজনীন তথ্যের অনুপ্রবেশকে মারাত্মকভাবে সীমিত করতে পারে। এটি প্রান্তিক গোষ্ঠীর জন্য তথ্য এবং অনলাইন শিক্ষার বিধানকে অসমভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এই ধারাটি মহাপরিচালককে ইন্টারনেট বন্ধ করার আদেশ দেওয়ার জন্য বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদান করে, যা ব্যাঙ্কিং, স্বাস্থ্যসেবা, জরুরী যোগাযোগ এবং শিক্ষার সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করতে পারে এবং এটি " perceived offence" এর জন্য অসম ব্যবস্থা হিসেবে প্রতীয়মান হতে পারে।

৬। পদ্ধতিগত দিক:

(ক) **গ্রেফতার:** ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো সাইবার নিরাপত্তা আইনেও কোন ব্যক্তির জন্য সরাসরি হুমকির কারণ না হওয়া সত্ত্বেও যে কোন অপরাধে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীর হাতে পরোয়ানা ব্যতিত গ্রেফতারের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এ ধরনের হুমকির সন্দেহের সমাধানের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলি স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তের পরিবর্তে যেন বৈধ কারণের উপর ভিত্তি করে নেয়া হয়- এ বিষয়ক বাধ্যতামূলক ভাবে অনুসরনীয় কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি এবং নির্দেশিকা খসড়া আইনটিতে প্রদান করা হয় নি ।

(খ) **তদন্ত:** ধারা ৩৯ এর অধীনে, তল্লাশি এবং জব্দ করার জন্যে তদন্ত কর্মকর্তাকে সীমাহীন কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে । ধারা ৪০ অনুসারে, তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক এ ধরনের তদন্ত, ডিভাইস জব্দ বা বাজেয়াপ্ত করা এবং তথ্য সংগ্রহের সময় পরোয়ানা জারির কোন প্রয়োজন নেই।

(গ) খসড়া আইনের অধীনে ট্র্যাফিক- উপাত্ত সংগ্রহ করার ক্ষমতাসম্পন্ন কতৃপক্ষ বিধিনিষেধ ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা ব্যতিত উপাত্ত সংগ্রহ করতে বর্তমান প্রযুক্তি এবং অন্যান্য দেশের আইনকে উপেক্ষা। নাগরিকদের উপাত্তের অপব্যবহার, হয়রানি এবং গোপনীয়তা প্রতিহত করার জন্য এ জাতীয় উপাত্তের আবেদনের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা এবং অনুরূপ সুরক্ষা প্রয়োজন।

(ঘ) **তদন্তের সময়কাল:** ট্রাইব্যুনাল কখন আইনে উল্লেখিত নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারে – সে বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালার উল্লেখ খসড়া আইনটিতে নেই।

সুপারিশমালা

এ প্রেক্ষিতে ব্লাস্ট নিম্নোলিখিত সুপারিশ সমূহ সরকারের বিশেষ বিবেচনায় গ্রহণের জন্য প্রদান করছেঃ

১। খসড়া সাইবার নিরাপত্তা আইন বিষয়ে আলোচনার জন্য সময় বর্ধিত করতে হবে ।

২। এ বিষয়ে সকল সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে, বিশেষত নারী সংগঠন, উন্নয়ন সংস্থা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠনের সাথে গণশুনানির আয়োজন করা।

৩। আইনের কোন ব্যতয় ঘটেছে কি না এবং ভুক্তভোগীদের প্রতিকার প্রদানের জন্যে ২০১৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে দায়ের করা ৭০০০ টি মামলা (এবং পূর্বে তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ধারা ৫৭ এর অধীনে দায়েরকৃত মামলা সমূহ) পর্যালোচনার জন্যে একটি পদ্ধতি প্রনয়ন করতে হবে।

৪। নারী, শিশু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা নিশ্চিতে সাইবার অপরাধ সমূহকে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করার লক্ষ্যে Cybercrime Convention এর অনুসমর্থনকে বিবেচনায় নিয়ে কনভেনশনের বিধানগুলির সাথে খসড়া আইনের বিধান সূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা ও সর্বোত্তম অনুশীলন সমূহকে বিবেচনায় নিয়ে অপরাধের সংজ্ঞায়ন ও বিধান করতে হবে ।

৫। **অপরাধসমূহ:**

(ক) প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষত নারী, শিশু এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট সাইবার অপরাধ সমূহকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে।

(খ) খসড়া আইনটিতে বিষয়ভিত্তিক ব্যাখ্যা এবং নির্বিচারে/স্বেচ্ছাচারী প্রয়োগ এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অত্যাধিক জরিমানা আরোপকারী ধারা ২১, ২৫, ২৮, ২৯ ও ৩১ সমূহ বাতিল করতে হবে। ইতোপূর্বে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটির অধীনে একই ধারা সমূহের অপপ্রয়োগের মাধ্যমে নারী, মেয়ে এবং শিশুদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার নজির রয়েছে।

(গ) কোন বক্তব্য প্রদানের জন্য খসড়া আইনটিতে শিশুরা যেন কোনভাবে অপরাধী হিসেবে গণ্য না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

৬। **গ্রেফতার:** শুধুমাত্র শারীরিক এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য সরাসরি হুমকিস্বরূপ অপরাধের জন্যেই পরোয়ানা ছাড়া গ্রেফতার সীমাবদ্ধ করতে হবে। এ ধরনের হুমকির সন্দেহের সমাধানের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলি নির্বিচারে সিদ্ধান্তের পরিবর্তে যেন বৈধ, নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ কারণের উপর ভিত্তি করে নেয়া হয়- এ বিষয়ক সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি এবং নির্দেশিকা প্রনয়ন করতে হবে; যা বাধ্যতামুলকভাবে মেনে চলতে হবে।

৭। **তদন্ত:** তদন্তের সময় বর্ধিতকরণের জন্য ব্যতিক্রমধর্মী পরিস্থিতির সুস্পষ্ট উল্লেখ করে এবং তদন্তের ক্ষেত্রে, বিধৃত ব্যতিক্রমের অপব্যবহার বা নিয়মিত অনুশীলন না করে, ট্রাইব্যুনাল কখন এবং কি কি কারণে আইনে উল্লেখিত নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারবে – সে বিষয়ে আইনে সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিত উল্লেখ থাকতে হবে।

৮। **সংরক্ষণ ধারা:**

(ক) সংরক্ষণ ধারাটি সংশোধন করে সেখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে যে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে বক্তব্য প্রদান বিষয়ক অপরাধে চলমান সকল মামলা বিশেষত নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বিলুপ্ত বলে গণ্য হবে।

(খ) ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটি বাতিল হওয়ার পর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ৫৭ ধারার অধীনে মামলার প্রক্রিয়া/ বিলুপ্ত ঘোষণা করতে হবে।

৯। **অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিকার:** আইনের অপপ্রয়োগের কারণে ভুক্তভোগী ব্যক্তির যথাযথ প্রতিকার নিশ্চিত করতে হবে।

১০। **কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা:**

(ক) সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা (Cyber Security Agency) এর নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা।

(খ) স্বাধীনতা,জবাবদিহিতা ও নজরদারি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার থেকে পৃথক ও স্বাধীন ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব গঠন করতে হবে ।

১১। **ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ:** ফরেনসিক প্রতিবেদনের স্বচ্ছতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে আদালতে সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।